দৈনিক জনকণ্ঠ

APR 10 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

রাজশাহী বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে

সংবাদপত্রে পড়লাম, ঢাকা বোর্ডের এবারের এসএসসি পরীক্ষার গণিত প্রশ্নপত্র অসম্ভব কঠিন হয়েছে। অনেক পরীক্ষার্থী কান্নাকাটি করেছে, অনেকে অজ্ঞান হয়ে গেছে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের এবারের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নও গতবারের মতো একই রকম কঠিন করা হয়েছে, কিন্তু ঢাকা বোর্ডের মতো ফলাও করে তা প্রচার করা হয়নি। গত বছর বাংলা বিষয়ে লেটার নং না থাকার কারণে রাজশাহী বোর্ডে কেউ এ+ (এ প্লাস) গ্রেড পায়নি। এবারেও বাংলা প্রশ্ন খুবই কঠিন হয়েছে। আমি একজন প্রবীণ শিক্ষক, আমার অভিজ্ঞতায় বলে একজন ভাল ছাত্র এ+ (এ প্লাস) গ্রেড পাওয়ার জন্য জীবন বাজি রেখে পড়াশোনা করে, কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষের কঠোর মনোভাবের কারণে যদি সেটা সম্ভব না হয় তবে সেটা খুবই দুঃখজনক। তাই রাজশাহী বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে আমি সবিনয় অনুরোধ করতে চাই, এবারের এসএসসি বাংলা বিষয়ের খাতা পরীক্ষা করার সময় একটু সহানুভূতির সঙ্গে দেখার নির্দেশনামা জারি করবে এবং একজন ছাত্র যদি সকল বিষয়ে লেটার নং পায় শুধু বাংলা বিষয়ে লেটার নং না পাওয়ার কারণে এ প্লাস গ্রেড না পায় সেখানে ১৫০+১০=১৬০ অর্থাৎ ১০নং পর্যন্ত গ্রেস নং দিয়ে এ প্লাস গ্রেডের ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারটা শুধু বাংলা বিষয়ের ওপর আমি সীমাবদ্ধ রাখতে বলছি না। একজন ভাল ছাত্র সকল বিষয়েই ভাল, তবুও অসুস্থতা কিংবা যুক্তিসঙ্গত অন্য কোন কারণে একটা বিষয়ে লেটার নং নাও পেতে পারে। এ ব্যাপারে আমার প্রস্তাব– যদি কোন পরীক্ষার্থী একটা বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে লেটার নং পায় সেখানে শুধু একটা বিষয়ে ১০নং পর্যন্ত গ্রেস দিয়ে এ প্লাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চতুর্থ বিষয়ে পরীক্ষার্থীরা পড়াশোনা করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। তাই চতুর্থ বিষয়ে যারা লেটার নং পাবে তারা যদি বাংলা বা ইংরেজীতে লেটার নং না পায় তবুও তারা যেন এ প্লাস গ্রেড পায়, তা হলে চতুর্থ বিষয়ে পড়াশোনা করার আগ্রহ বাড়বে। এ ব্যাপারটাতে শুধু রাজশাহী বোর্ড নয় সকল শিক্ষা বোর্ডের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ রুহুল আমিন
সহকারী শিক্ষক
ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল, রংপুর